



93027 - গোসল ওয়াজবি হওয়ার কারণসমূহ

প্রশ্ন

কী কী কারণে গোসল ওয়াজবি হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গোসল ওয়াজবি হওয়ার কারণ মোটে ছয়টি। এর যেকোনো একটি পাওয়া গেলে মুসলিম ব্যক্তির ওপর গোসল করা ফরয হয়:

১. বীর্য নরিগত হওয়া: পুরুষ বা নারীর বীর্যেরে নজিস্ব স্থান থেকে বীর্য বরে হওয়া। এটি দুই অবস্থায় হতে পারে: জাগ্রত অবস্থায় অথবা ঘুমন্ত অবস্থায়। যদি জাগ্রত অবস্থায় বীর্য বরে হয়, তবে গোসল ওয়াজবি হওয়ার জন্য 'তৃপ্তি' বা 'কামভাব' থাকা শর্ত। যদি কোনো অসুস্থতার কারণে তৃপ্তি ছাড়াই বীর্য বরে হয়, তবে গোসল ওয়াজবি হবে না। আর ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্য বরে হলে এটাকে 'ইহতলিম' বা স্বপ্নদোষ বলা হয়। এ অবস্থায় শর্তহীনভাবে (কামভাব অনুভূত হোক বা না হোক) গোসল ওয়াজবি হবে। যহেতে ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের বোধশক্তি থাকে না, তাই তৃপ্তি অনুভূত না হতে পারে। সুতরাং, ঘুম থেকে উঠে যদি কাপড়ে বীর্যেরে চহ্ন পাওয়া যায়, তবে গোসল করতে হবে। আর যদি কেউ স্বপ্নে সহবাস করতে দেখে, কন্তু ঘুম ভাঙার পর বীর্যেরে কোনো চহ্ন না পায়, তবে তার ওপর গোসল ওয়াজবি হবে না।

২. লঙ্গাগ্র যটোনাঙগে প্রবশে করানো: যদি বীর্যপাত না-ও হয়, তবুও স্ত্রী সহবাসেরে ক্ষতেরে লঙ্গাগ্র যটোনাঙগে প্রবশে করালে গোসল ওয়াজবি হয়ে যায়। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কতিবে বর্ণতি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: "যখন কেউ স্ত্রীর চার শাখার (হাত-পা) মাঝে বসলো এবং খতনা করা স্থান (লঙ্গাগ্র) খতনা করা স্থানকে (যটোনাঙগে) স্পর্শ করলো, তখন গোসল ওয়াজবি হয়ে গেলে।" অর্থাৎ প্রবশে করানোর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর গোসল ওয়াজবি হবে; বীর্যপাত হোক বা না হোক। এ বিষয়ে ওলামায়ে করোমেরে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে।

৩. কাফরিরে ইসলাম গ্রহণ: একদল ওলামায়ে করোমেরে মতে, কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার ওপর গোসল করা ওয়াজবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন নও-মুসলিমকে গোসল করার নরিদশে দিয়েছিলেন। তবে অনেকে আলমে মনে করেন এটি মুস্তাহাব (উত্তম); ওয়াজবি নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যকে নতুন মুসলমানকে গোসল করার নরিদশে দতিনে বলে প্রমাণতি নয়। তাই যেকোনো নরিদশেসূচক ক্রিয়া উদ্ধৃত হয়েছো সেই নরিদশেকে 'মুস্তাহাব' (উত্তমতা) অর্থে ব্যাখ্যা করা হবে। যাতো সবগুলো দললিরে মধ্যে সমন্বয় করা যায়।



৪. মৃত্যু: কোনো মুসলিম মারা গেলে তাকে গোসল করানো (জীবতিদরে ওপর) ওয়াজবি। তবে জহাদরে ময়দানরে শহীদকে গোসল করানো যাবে না।

৫ ও ৬. হায়ে (ঋতুস্রাব) ও নফিস (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব): হায়ে বা নফিস বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা ওয়াজবি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: "যখন তোমার ঋতুস্রাব শেষ হবে, তখন গোসল করো এবং নামাজ পড়ো।" আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: "অতঃপর যখন তারা প্রকৃষ্টভাবে পবিত্র হবে" [সূরা বাকারা: ২২২] অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করবে..."

[শায়খ সালহি আল-ফাজান (হাফযাহুল্লাহ) রচিতি "আল-মুলাখাস আল-ফকিহী" থেকে সংক্ষিপ্ত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।